

জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী

দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী। একই মাতৃশক্তির তিন রূপ। দুর্গা রণরঙ্গিনী মহিষমর্দিনী যুদ্ধদেবী। কালী রক্তপিপাসু রনোন্মত্ত উগ্রচন্ডা। কিন্তু জগদ্ধাত্রী জগৎধারিনী। শান্ত প্রসন্নময়ী। সিংহবাহিনী মাতৃমূর্তি। তিনদেবী যথাক্রমে রজো তমো আর সত্ত্বগুণের প্রতীক। বক্ষিমচন্দ্রের স্বদেশভাবনাতেও এই ত্রয়ী মাতৃশক্তির প্রভাব পড়েছে। তবে মূর্তি সাক্ষ্যে কালীর মতো জগদ্ধাত্রীও অর্বাচীন দেবী। বরিশাল থেকে প্রাপ্ত যে প্রস্তরমূর্তিটি জগদ্ধাত্রীর বলে দাবী করা হয় বিশেষজ্ঞদের মতে চতুর্দশ শতকের। সেই দিক থেকে দুর্গার প্রাচীনত্ব অনেক দিনের।

অথচ জগদ্ধাত্রী যে প্রাচীন দেবী সন্দেহ নেই। পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকের স্মার্তপণ্ডিত শূলপাণি তাঁর কালবিবেক গ্রন্থে কার্তিকমাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেছেন।

কার্তিকেহমলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমেহহনি।

পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুযীম।।

শূলপাণির পূর্বে রচিত স্মৃতিসাগরগ্রন্থে কার্তিকমাসে উমাপূজার উল্লেখ রয়েছে। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মনে করেন কেনোপনিষদে উল্লিখিত উমা-হৈমবতীই হলেন জগদ্ধাত্রী। (দ্রষ্টব্যঃ হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ তৃতীয় পর্ব, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য পৃ--৩০৮)।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে। তাঁকে অষ্টাদশ শতকের বলে মনে করা হলেও অনেকেই দাবী করেছেন তিনি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের তন্ত্রসাধক। তাঁর লেখা জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেবী ত্রিনেত্র, চতুর্ভূজা, দুটি বামহাতে যথাক্রমে শঙ্খ আর ধনুক। ডানহাত দুটিতে চক্র ও তীরা। দেবীর বাহন সিংহ। ললিতাসনে উপবিষ্ট। দেবী করিন্দ্রাসুরকে নিহত করেছিলেন। তাই পদতলে হস্তীমুণ্ড।

মোটামুটি এই ধ্যানের বর্ণনানুযায়ী জগদ্ধাত্রীর প্রতিমাগুলি আজও নির্মিত হচ্ছে। তবে সহায়ক মূর্তির বৈচিত্র দেখা যায়। কোথাও কোথাও জয়া বিজয়া। কোথাও নারদ ও বশিষ্ঠমুনি। সাধারণ ভাবে এদেরকে মুনি ঋষি বলা হয়। অনেক মূর্তিতে চালির দুপাশে চামর হাতে উড়ন্ত জোড়া বিদ্যাধরী। লোকমুখে যার পরিচিতি পরী বা অম্বর।

জগদ্ধাত্রীকে দেবীদুর্গার অবতার বা নামান্তর বলা হয়। তবে বোধন ষষ্ঠাদি সংকল্প আর নবপত্রিকার বিষয়টি নেই। সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীর পূজা হয় একদিনে। যথারীতি দুর্গাপূজার মতোই কুমারীপূজা সিঁদুরখেলা ও বিজয়া দশমী রয়েছে। এছাড়া দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন জগদ্ধাত্রী তেমনি করিন্দ্রাসুরকে নিহত করেছিলেন। অনেকেই বলেন দেবীদুর্গার অপর নাম জগদ্ধাত্রী। পার্থক্য বলতে জগদ্ধাত্রীপূজা হয় দুদিনে আর দুর্গাপূজা চারদিনের।

প্রচলিত কিংবদন্তীতে জগদ্ধাত্রীপূজার উদ্ভবের প্রেক্ষাপটেও দুর্গার যোগ নিবিড়। কথিত আছে নদিয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় একবার মুর্শিদাবাদে নবাবের কোষাগারে সময় মতো রাজস্ব দিতে না পারার জন্য কারারুদ্ধ হন। তখন ছিল দুর্গাপূজার সময়। দুর্গাভক্ত রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন দেবীপূজা যথাসময়ে না করতে পারার জন্য। দেবীদুর্গা স্বপ্নে রাজাকে জানিয়ে দিলেন চিন্তার কিছু নেই। কার্তিক নবমীতে তাঁকে জগদ্ধাত্রী রূপে আরাধনা করলেই চতুর্ভূজ লাভ করবেন। লোকবিশ্বাস-- সেই থেকে বাংলাদেশে জগদ্ধাত্রীর পূজা চালু হয়ে যায়; বিশেষ করে জমিদারি মহলে ও ধনাঢ্য শান্তপরিবারে।

দেবীর আরেক নাম শান্তপ্রিয়া। নবমীতিথি শান্তসংস্কৃতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আষাঢ় নবমী তিথিতে অধিকাংশ গ্রাম্যদেবী চণ্ডীর পূজা হয়। এই তিথিতে রাত অঞ্চলে যোগাদ্যা গন্ধেশ্বরী শিবাখ্যা শাকম্বরী প্রভৃতি প্রাচীন শান্তদেবীর বিশেষ পূজা হয়। সবমিলিয়ে দুর্গাপূজা বছরে তিনবার হলেও যথা বসন্তকালে বাসন্তি দুর্গা। শরৎকালে শারদ দুর্গা। আর হেমন্তকালে হৈমন্তিক দুর্গা অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী পূজা।

তবে দুর্গার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর পার্থক্য আছে যথেষ্ট। জগদ্ধাত্রী রণরঙ্গিনী যুদ্ধদেবী নন। তিনি প্রসন্ন মাতৃমূর্তি। দুর্গাপূজা রাজসিক উৎসব। দশেরা উৎসবে দশ দিন ধরে এই যুদ্ধদেবীর পূজা হয়। যদিও বাঙালীর কাছে দুর্গা ক্রমশ ঘরের মেয়ে উমা হয়ে উঠেছে। তবে যতই আদরের কন্যা হয়ে উঠুক দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী রূপেই পূজিত। কিন্তু জগদ্ধাত্রী সাত্ত্বিক

পুজোর দৃষ্টান্ত। প্রসন্নময়ী মাতৃ রূপে তিনি ধরা দিয়েছেন। কার্তিক পুজো বা রাস উৎসবে দেবদেবীকে নিয়ে নাটকীয় ভাবে মূর্তি সাজিয়ে যে বিশেষ শিল্পরূপ "থাকা"র আয়োজন করা হয় তার সর্বোচ্চে থাকে থাকেন শিশুকোলে জগদ্ধাত্রী।